R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১২ই জুলাই, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ষ্টেরিলাইজেশনের আধুনিক মেসিন থাকা সত্ত্বেও চালু না করে জঙ্গিপুরে আবার সব অপারেশন বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ষ্টেরিলাইজেশনের অভাবে যে কোন অপারেশনে ইনফেকসনের আশংকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৮ জুলাই থেকে 'ওটি' বন্ধ করে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের মতে ত্রুটিযুক্ত বয়লারে যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে ষ্টেরিলাইজ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে 'ওটি' বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এর আগেও নানা কারণে বেশ কয়েকবার 'ওটি' বন্ধ ছিল। অন্য দিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর প্রায় ছ'/সাত মাস আগে ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের একটি আধুনিক অটোক্লেভ (ষ্টেরিলাইজ) মেসিন এখানে পাঠানো হয়। বিদ্যুৎ লাইন না হওয়ায় সেটি আজও ষ্টোররুমে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেহাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মোকাবিলায় গঠিত হলো কনজুমারস ফোরাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গিপুরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে গঠিত হলো কনজুমারস ফোরাম কমিটি। এ ব্যাপারে আইনজীবী মৃণাল ব্যানার্জী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজিত মুখার্জী, কেতকী পাল প্রমুখদের নিয়ে ১৬ জনের একটি রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি গঠিত হয়েছে। শহরে বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা, নিয়মনীতিহীন বিদ্যুতের সাম্প্রতিক কমপিউটার বিল, মিটার রিডিং না নিয়েই গড় বিল পাঠানো প্রভৃতি অব্যবস্থার প্রতিবাদেই এই কমিটি আগামী ১৪ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের ষ্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ডেপুটেশন দেবে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে গ্রাহকদের যে কোন অভাব অভিযোগে এই কমিটি একদিকে আইনী লড়াই, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে কমিটির (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের চাপে কার্যবিবরণীর কপি দিল চেয়ারম্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার নতুন বোর্ড গঠনের পর গত ৭ জুলাই কমিশনারদের প্রথম মিটিং হয়ে গেলো। বেশ কিছুকাল থেকে সভায় আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত কোন কপি কমিশনারদের না দিয়ে ফাঁকা কার্যবিবরণী বইয়ে উপস্থিত কমিশনারদের সই নিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু পরে নথিভুক্ত করা হ'তো। এতে কোন কোন কমিশনার ক্ষোভ অসন্তোষ প্রকাশ করলেও কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেননি বলে জানা যায়। গত ৭ জুলাই নতুন বোর্ডের প্রথম সভায় কংগ্রেসের পক্ষে ১৪নং ওয়ার্ডের কমিশনার বিকাশ নন্দ এই প্রথার বিরোধিতা করলে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়বস্তুর কপি কংগ্রেসের হাতে তুলে দেন। পরবর্তী সভায় কার্যবিবরণী বইয়ের লেখা ঐ কপি থেকে মিলিয়ে নেবেন বিরোধীরা—এই শর্তে ঐ দিনের সভায় কমিশনাররা ফাঁকা কার্যবিবরণীতে সহি করেন। এস ইউ সি আই থেকে পূর্বে এর বিরোধিতা না করলেও সেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে সহমত পোষণ করায় তাঁদেরও কপি দেওয়া হয় বলে বিকাশ নন্দ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

বধূ নির্যাতনের দায়ে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুত্রবধূর উপর অত্যাচার ও আগুনে পোড়ানোর অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহাদেব হালদারকে পুলিশ ৯ জুলাই গ্রেপ্তার করে। পুত্রবধূর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণ নিয়ে শ্বশুর ও শাশুড়ীর ক্রমাগত অত্যাচার চলে তাঁর উপর। তাঁর স্বামী নৈহাটীতে পুলিশের কাজ করে। বাবা মার অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করে না তাঁর স্বামী। ঘটনার দিন ৮ জুলাই তাঁর শাশুড়ী ও শ্বশুর পিছন থেকে দেশলাই জ্বেলে তাঁকে পোড়ানোর চেষ্টা করে। পিঠের খানিকটা জায়গা ঝলসে যায়। পাড়ার লোকেরা দেড় বছরের শিশুকন্যাসহ তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করে।

অলক সান্যাল প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ জুলাই লালগোলায় নিজ বাসভবনে ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন গণসঙ্গীত শিল্পী ও সাহিত্যিক অলক সান্যাল। শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদে অলকবাবুর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতি চারণা করে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে লালগোলার 'খোঁজ' পত্রিকাগোষ্ঠী। সেখানে মদনমোহন রায়, রমেশচন্দ্র রায়, শ্যামল রায় প্রমুখ অলকবাবুর লেখা, গান ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। অলকবাবুর দুটি ছোট গল্প সংকলন 'সময়ের দরজা' ও 'নদীর পাশাপাশি' ছাড়াও 'গণচেতনার গান' শিরোণামে একটি ক্যাসেট আছে।

(বিশেষ রচনা ভিতরের পাতায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ সর্ব্বস্বার্থে ॥

খবরে জানা যায় যে, পুলিশ সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভারী যানবাহন প্রবেশ বন্ধ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 'নো-এনট্রি' বোর্ড বসান হইয়াছে। সকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত শহরের মধ্যে লরী কিংবা যে কোনও ভারী যানবাহন প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার জন্য ঐ সমস্ত যানবাহনকে এখানকার বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আগে আটকাইয়া দেওয়া হইতেছে। নো-এনট্রি বোর্ড থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ভারী যানবাহন আদেশ অমান্য করিয়া শহরে প্রবেশ করে, তবে তাহা দেখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পুলিশের উপর বর্তাইয়াছে।

উল্লেখ্য, সকাল ৮টা—বেলা ১১টা এবং বিকাল ৪টা—রাত্রি ৮টা, এই সময় শহরের মধ্যে মানুষজনের চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয় ও কলেজের পড়ুয়ারা, অফিসসমূহের কর্মীরা এবং বাজারহাটের লোকজনকে শহরের মধ্যে আসিতে হয় এবং ফিরিয়া যাইতে হয়। তাই যাহাতে পথচলা বাধামুক্ত ও নিরাপদ হয়, সেই কারণে ভারী যানবাহন চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। অনেকদিন হইতে এই প্রকার চিন্তাভাবনা করা হইতেছিল। দুই বৎসর পূর্বেই জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি এই বিষয়ে এখানকার থানাকে অবহিত করেন। থানার পক্ষ হইতে সেই ব্যবস্থা লওয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু খবরে আরও জানা যায় যে, এখানে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আগে অন্ধ্রের মাছের লরী দাঁড়াইয়া থাকায় এক পূতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহা পরিবেশ দূষণের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অপরদিকে যানজটের সৃষ্টি হইয়া বাস-রিকশা-টেম্পো-ট্রেকার-কার প্রভৃতি চলাচল বিপর্যস্ত হইতেছে। এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পুলিশ বিষয়টি নিশ্চয়ই অনুধাবন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবেন। প্রসঙ্গত, এখানকার ফেরীঘাটের কথাও আসিয়া যায়। ফেরীঘাটে যাত্রী পারাপারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম যদিচ থাকে, তাহা আদৌ মানিয়া চলা হয় না। মাঝিরা নৌকার ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী লইয়া বিপজ্জনকভাবে পারাপার করেন। আর তাহার ফলে দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটিয়া যাইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। আমরা একাধিকবার এই বিষয়ে পত্রিকায় আলোকপাত করিয়াছি। পুলিশ নাকি পুরপতির নিকট পারাপারের নিয়ম-কানুন জানিতে চাহিয়াছেন। অবশ্যই ইহা সকলের স্বস্তির কারণ।

শহরের মধ্যে ভারী যানবাহন চলাচল যেভাবে নিষিদ্ধ করা হইতেছে, তাহা এবং নৌকায় যাত্রী পারাপারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—এই উভয় বিষয়ই সকলের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। জনস্বার্থ রক্ষিত হইলে পুরকর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসন ধন্যবাদার্হ হইবেন।

দুই বিশ্বাসঘাতক ও এক উচ্ছৃঙ্খল কংগ্রেসী

উদ্দীপ ঘটক : শেষ পর্যন্ত পুরবোর্ড গঠিত হ'লো মহকুমার দুই পুরসভা—জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ানে। বোর্ড গঠনে কংগ্রেস কমিশনারদের বিশ্বাসঘাতকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নীতিহীনতা আবার একবার নগ্নভাবে প্রকাশ্যে এসে পড়ল। যদিও মহকুমার দুই পুরবোর্ডে কংগ্রেসের অবস্থান কেমন হবে বা কে পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন সে ব্যাপারে দলকে পরিচালনা করতে আসরে নেমেছিলেন তিন বিধায়ক মাইনুল হক, হুমায়ন রেজা, হবিবুর রহমান, সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং ব্লক স্তরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তবু পুরবোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দেউলিয়া রাজনীতির উৎকট প্রকাশ এবং দলীয় কমিশনারদের স্ব স্ব মূর্তি ধারণ কংগ্রেসকে বড়ই নগ্ন করে দিয়েছে, লজ্জায় ফেলেছে নেতাদেরও। তবে এরূপ নগ্নতার আভাস মিলেছিল নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও। জঙ্গিপুর পুরসভার সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর ১২নং ওয়ার্ড থেকে জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি হারু সিং-এর নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে পুরপিতাকে সম্মান প্রদর্শন করে কংগ্রেস। এ নিয়ে শহরে সমালোচনা হয়েছিল ঢের। কেউ বলেছিলেন এটা সিপিএমকে কংগ্রেসের 'ভেট'; আবার কেউ বলেছিলেন আগামী ২০০১ সালে জঙ্গিপুর বিধানসভার সিট কংগ্রেস নিশ্চিত করতেই মৃগাঙ্কর সঙ্গে এই বোঝাপড়া। প্রথমে ধরা যাক জঙ্গিপুর পুরবোর্ডের কথা। জানা যায় বোর্ড গঠনের আগের রাতে নির্বাচিত আট কংগ্রেসী কমিশনার ২০নং ওয়ার্ড কমিশনারের বাড়ীতে থাকেন ও সভা করেন। কিন্তু বোর্ড গঠনের দিন দেখা গেল দুই কংগ্রেসী ভোটার, দল তথা নেতৃত্বের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে চেয়ারম্যান নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে ভোট দিলেন। তারপর আজ পর্যন্ত কংগ্রেস দল সেই দুই বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে চলেছে তা জানাতে পারেনি। অথচ প্রাক্তন প্রবীণ পুর কমিশনার থেকে বর্তমানের নবীন কমিশনারদের মতে কংগ্রেস খুব সহজেই দোষীদের চিহ্নিত করতে পারে। প্রথমতঃ আট কংগ্রেস কমিশনার বোর্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অনাস্থা এনে পুনরায় বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে চেয়ারম্যানকে ভোট গ্রহণে বাধ্য করে সহজেই বিশ্বাসঘাতকদের চিহ্নিত করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পুরবোর্ডের যে কোন সভায় রেজিলিউসনের বিরোধিতা করলেই কে দোষী তাও প্রমাণিত হতে পারে। তবে প্রথম প্রক্রিয়াটিই সঠিক বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। তাতে কংগ্রেস দলের ভাবমূর্তি অনেক বেশী উজ্জ্বল হবে ভোটারদের কাছে। অন্যদিকে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা জানান—কংগ্রেসের দুই কমিশনার যে বামফ্রন্টকে ভোট দেবে তা আগেই ঠিক ছিল এবং তা নেতাদের নির্দেশেই হয়েছে। কারণ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে ফঃ ব্লকের সমর্থন পেতে কংগ্রেসের মরিয়া চেষ্টার কথা ফঃ ব্লক সূত্রে জানা যায়। শেষমেশ ফঃ ব্লককে রাজী করাতে না পেরে বোর্ড গঠনে ফঃ ব্লককে 'ব্যালান্সিং ফ্যাক্টার' হতে দিল না কংগ্রেস। বোর্ডের কাছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মির্জাপুর রাস্তায় গরু পাচার প্রসঙ্গে

আমি রঘুনাথগঞ্জের আই-শৃঙ্খলার যথোপযুক্ত প্রয়োগ দেখে বর্তমান ওসি ধ্রুব ব্যানার্জীকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এই থানার অন্তর্গত মির্জাপুর গ্রামের উপর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার গরু গঙ্গা-পদ্মা পার হয়ে বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে—এটা কি থানার অগোচরে? গরু পাচারের ফলে মির্জাপুর গ্রামের প্রধান রাস্তা দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং বর্তমানে চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আরও জানাই যে গরুর তোলা আদায় করার জন্য বেপরোয়াভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাদিকপুর ও নওদা'র জনাকয়েক ছেলে সারাদিন বসে থাকে। মির্জাপুর গ্রামবাসীরা গরু পাচারে প্রতিবাদ জানালে গরু পাচারকারীদের পক্ষ নিয়ে উক্ত ছেলেরা সওয়াল করে। এই সব আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপ ও মদতদাতাদের দিকে যদি নির্ভীক ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী সামান্য নজর রাখেন তবে আমরা অব্যাহতি পায় ও রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ হয়।

নৃপেনচন্দ্র দাস, বিজয়পুর

'গুনগুনাইয়া ভোমরা ওড়ে'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

'গুনগুনাইয়া ভোমরা ওড়ে আমের মুকুলে
আর পেরজাপতি উড়ে বেড়ায় লতুন ফুলে ফুলে,
এমনি করে বসন্ত যায় বসন্ত ফের আসে
বাসুদেবপুরের মাটি ভ'রে লতুন ঘাসে ঘাসে
তবু বছর বছর ভোলেনা মন কোনদিনের তরে
বন্ধু আমার শহীদ হইল সেবার তোয়াত্তরে।'

তোয়াত্তরের নভেম্বরের হিমেল সকালের অমানবিক ঘটনার চিত্রকল্প উঠে এসেছে শিল্পীর কলমে। সংযোজিত হয়েছে এক মরমিয়া মাটির সুর। বুভুক্ষিত নিরন্ন গাঁয়ের কিষাণ—ক্ষেতের মজুর—বিড়ি মজদুর—সকলের মিলিত দুর্বার প্রতিরোধ এক অন্য মাত্রা পেয়েছে এই গানটির মধ্যে। আবার, তাঁর ঘর ছাড়াদের গান এক অনবদ্য ও অসাধারণ গণ সঙ্গীত। সেখানেও দৃঢ় শপথ উচ্চারিত। 'ইতিহাস রচব মোরা/আমাদের রক্তে ঘামে/অবিচার শেষ কথা নয়/ভাবীকাল সব হারাদের।' অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে দূর করার জন্য তাকে সুস্থ সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার পথ দেখায় যে গান, তাই গণসঙ্গীত। এই শিল্পী একদা আমাদের জেলায় গণসঙ্গীতের জোয়ার এনেছিলেন। তাঁর রচিত গান—কবিতা একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পরে অবশ্য সরে গিয়েছিলেন গণনাট্য আন্দোলন থেকে। সে প্রসঙ্গ এখানে থাক্। এই শিল্পীকে প্রথম দেখেছিলাম একেবারে তরুণ বয়সে। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের সাতখাতায়। ১৯৬৬ সালের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলভরো আন্দোলনে। প্রেসিডেন্সী জেলের 'সাতখাতা'য় প্রত্যেকটি সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ত তাঁর সুরেলা কন্ঠ। খুব ভালো লিখতেন। দেশ পত্রিকাতেও তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে। জঙ্গিপুর সংবাদের (শারদীয়া) সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছিলেন গত ডিসেম্বর মাসে। অবসর জীবনে প্রাণ ভরে লিখবেন—গান গাইবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু চলে গেলেন হঠাৎ গত ১লা জুলাইয়ের ভোর রাতে। এই শিল্পী হলেন লালগোলার অলোক সান্যাল। আমাদের অনেকেরই পরিচিত।

শিল্পীর মৃত্যু হয় না। তিনি বেঁচে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। এখনও অনেক গণশিল্পীর কন্ঠে তাঁর সৃষ্ট গান গুণগুণ করে। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে গ্রাম বাংলার আমবাগানে আমের মুকুল। পেরজাপতি। বাসুদেবপুরের মাটি। সবুজ ঘাস। লতুন ফুল। শহীদ বন্ধুদের অমর স্মৃতি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমার আঘাতে মৃত ১ আহত ১

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামে পুরোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে গত ৫ জুলাই সকালে এজা সেখ (৫০) নামে জনৈক গ্রামবাসী বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যান। এজার বোন পাহাড়নী বিবিও বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছেন। গ্রামবাসীদের অভিমত—এটা বিশ্বনাথপরের খোট্টা মুসলমানদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণাম। এরা প্রায় সকলেই সমাজবিরোধী এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদত পুষ্ট। এলাকায় এ ধরনের গন্ডগোলে জনৈক হাকিম সেখের সাঙ্গপাঙ্গরা সাধারণতঃ জড়িত থাকে। জানা যায় এজা দীর্ঘ ৫/৬ মাস থেকে এলাকা ছেড়ে মঙ্গলজোনে বসবাস করতেন। এজার জমির ফসল হাকিমের দল লুট করে নেয় ও এজাকে ভয় দেখিয়ে গ্রাম ছাড়া করে। দীর্ঘদিন পরে পরস্পরে একটা সমঝোতা হলে এজা গ্রামে ফেরে। ঘটনার দিন রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানে এজাকে সামনাসামনি বোমা মেরে দুষ্কৃতিরা গা ঢাকা দেয়। এজার বোন পাহাড়নী দুষ্কৃতিদের পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বোমা আনার সময় বোমা বিস্ফোরণে নিজে গুরুতর আহত হন বলে গ্রামবাসীরা জানায়।

জীবনবীমার গ্রাহক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ২৩ জুন ভারতীয় জীবনবীমা নিগম, রঘুনাথগঞ্জ শাখা এক গ্রাহক সম্মেলন করে। নিগমের পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তিন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার পি কে বিশ্বাস ; এম, এইচ মন্ডল ও বি সরকার। উপস্থিত ছিলেন না সম্মেলনের আহ্বায়ক শাখা প্রবন্ধক জে সি রায়। পলিসি বন্ড পেতে বিলম্ব হওয়া, চেকের পরিবর্তে টাকায় পেমেন্ট দেওয়ার অসুবিধা, এজেন্টদের গ্রাহক পরিষেবায় গাফিলতি প্রভৃতি গ্রাহকদের আনা অভিযোগের যতটা সম্ভব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করেন শ্রীবিশ্বাস ও সি সরকার।

বিজ্ঞপ্তি

মেমো নং ২৩৬ আই, সি, ডি/আর, এন, জি-১ তাং ৫/৭/২০০০

রঘুনাথগঞ্জ-১নং শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী ও সহায়িকা কর্মী পদে নিয়োগের জন্য গত ১৫/২/২০০০ তারিখে যে দরখাস্ত নেওয়া হয় ও ২৩/৪/২০০০ তারিখে অঃ কর্মী পদের যে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় সেজন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদের মৌখিক পরীক্ষা ২২/৭/২০০০ তারিখে ও সহায়িকা কর্মীর মৌখিক পরীক্ষা ২৩/৭/২০০০ তারিখে অফিস বিল্ডিং-এ অনুষ্ঠিত হবে। Admit Card (প্রবেশ পত্র) ডাকযোগে পাঠানো হবে। Admit না পেলে দরখাস্ত জমা দেওয়ার রশিদ দেখিয়ে ২০/৭/২০০০ ও ২১/৭/২০০০ তারিখে অফিসে বিকল্প Admit পাওয়া যাবে। অফিসে মৌখিক পরীক্ষায় বিবেচিত প্রার্থীর তালিকা ২৫/৭/২০০০ থেকে টাঙানো হবে।

স্বাঃ
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ-১ আই, সি, ডি, এস প্রজেক্ট, মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ২৩৭/আইসিডিএস/আরএনজি ১ তাং ৫/৭/২০০০

এক উচ্ছৃঙ্খল কংগ্রেসী (২য় পৃষ্ঠার পর)

ফঃ ব্লকের গুরুত্ব কমিয়ে দিল। অন্যদিকে বামফ্রন্ট কংগ্রেসী কমিশনারদের যে কোন প্রলোভনেই হোক বোর্ড গঠনে দুটি বিরোধী সমর্থন নিয়ে একদিকে যেমন ভবিষ্যতে নিজেদের অস্তিত্ব সুস্থির করলো অন্যদিকে তেমনি ফঃ ব্লকের চাপের মধ্যে আর থাকতে হলো না। দ্বিতীয়তঃ ধুলিয়ান পুরসভায় প্রাক্তন পুরপতি কংগ্রেসের সফর আলির বোর্ড গঠনের পর নেতৃত্বের প্রতি প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ ও বিক্ষোভ মিছিল বার করাও কংগ্রেস নেতৃত্বকে বেশ বিব্রত করেছে। যেখানে এলাকার দুই বিধায়ক ছাড়াও সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী উপস্থিত। জানা গেছে বোর্ড গঠনের দিন ধুলিয়ানে সফর নেতাদের উদ্দেশ্যে শুধু কটুক্তিই নয়, ভোট দানে অনুপস্থিত থেকে ১৩ জন কংগ্রেস কমিশনারের জায়গায় চেয়ারম্যান সওদাগর ১২ জনের সমর্থন পান। এমনকি এই বোর্ডের বিরুদ্ধে ছয় মাসের মধ্যে অনাস্থা এনে তা ভেঙ্গে ফেলা ও চেয়ারম্যানের প্রাণনাশের হুমকীও দেন সফর আলী। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একজন কমিশনারের প্রকাশ্যে এরূপ বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কি কোনই ব্যবস্থা নিতে পারে না ? না পারলে ভোটারদের কাছে কংগ্রেস ক্রমেই যে হাস্যাস্পদ এবং উচ্ছৃঙ্খল দলে পরিণত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

জঙ্গিপুরে নবাগত মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মনীশকুমার রায়ের পুরুলিয়ায় বদলির অর্ডার হলেও পরবর্তীতে তাঁকে মুর্শিদাবাদের প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর করে জেলা পরিষদে নিযুক্ত করা হচ্ছে। ১০ জুলাই জঙ্গিপুরের দায়িত্ব নেন পুরুলিয়া থেকে আগত অমরনাথ মল্লিক।

বিধান রায়ের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ জুলাই পঃ বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করলো রঘুনাথগঞ্জের শ্রীমা শিল্প নিকেতন অরঙ্গাবাদ নেতাজী মোড়ে। ঐ সংস্থার পরিচালনায় বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ফার্ষ্ট এইড হোম নার্সিং শেখানো এবং প্রসূতি মায়েদের বিভিন্ন ইঞ্জেকশন দেওয়া ও স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সম্যক ধ্যানধারণা দিতে ছয় মাসের কোর্সের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সদস্য ওবাইদুর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার সভাপতি বিজয় মুখার্জী।

জঙ্গিপুরে আবার সব অপারেশন বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধুলো খাচ্ছে। আধুনিক ষ্টেরিলাইজেশন মেসিনটি চালুর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এখনও জানা যায়নি। তবে এই পরিস্থিতিতে সিজার বা ছোটখাটো অপারেশন চালু রাখতে প্রোজেক্টের অন্যতম কর্তা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ কবীর মোল্লা বড় ঢাকা দেওয়া হাঁড়িতে যন্ত্রপাতি ষ্টেরিলাইজের ব্যবস্থা নিতে হাসপাতাল সুপারকে অনুরোধ করেছেন বলে জানা যায়।

গঠিত হলো কনজুমারস ফোরাম (১ম পৃষ্ঠার পর)

পক্ষে মৃণাল ব্যানার্জী জানান। তিনি আরো জানান, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই বিদ্যুতের ইউনিট পিছু দাম সবচেয়ে বেশী দিয়েও গ্রাহকরা সঠিক পরিষেবা পাই না। এখানে যে কোন গ্রাহককে অন্ততঃ পক্ষে ৫০ ইউনিটের জন্য প্রতি মাসে ৮৯ টাকা করে দিতে হয়। অন্যদিকে মৃণালবাবুদের দাবী, বিদ্যুৎ দপ্তর লুকিং-এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে না; অন্যদিকে বোনাফায়েড কাষ্টমারদের বিভিন্নভাবে হয়রান করে থাকে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির

জুলাই ২০০০ এর শেষ সপ্তাহে উপরিউক্ত চারটি জেলার সমন্বয়ে মালদহে নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। নাট্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমর্থ এমন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নাট্যকর্মীরা শিবিরে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থীর অবশ্যই কোন সুপরিচিত নাট্য দলে অন্তত পাঁচ বছরের নাট্যকর্মের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়ঃসীমা ১৮—৪০ বছর। বয়স ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ৯ দিন শিবিরে অবস্থান করতে হবে। থাকা ও খাওয়া ইত্যাদির ব্যয়ভার নাট্য আকাদেমী বহন করবে। পূর্বে নাট্য আকাদেমী আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহণ করে থাকলে তা জানাতে হবে। প্রয়োজনে প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। উক্ত জেলাগুলির ইচ্ছুক প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ১৫ই জুলাই ২০০০ বেলা ১২ টায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে, মালদহ, নেতাজী কমার্শিয়াল মার্কেট (রথবাড়ি) মালদহ ট্যুরিষ্ট লজের পাশে, মালদহ ৭৩২১০১ নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হবেন। নির্বাচক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রার্থীদের যাতায়াতের জন্য কোন রাহা খরচ বহন করা হবে না।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ২৭৬(৩) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তারিখ ১০/৭/২০০০

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।